



124817 - যবে ব্যক্তলিগাতর দুই মাসরে রোযা রাখা শুরু করছে এর মধ্যবে রমযান মাস ঢুকবে গছে এতবে করে কিতার 'লিগাতর' এর বযিটভিঙগ হয়ে যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমজিানি, যবে ব্যক্তরিমযান মাসে দিনরে বলায় স্ত্রী সহবাস করছে তার জন্য কাফফারা হছে- দুই মাস রোযা রাখা কথিবা ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। এই দুই মাস রোযা কলিগাতরভাবে রাখতে হবে? যবে ব্যক্তি এ রোযাগুলবে রাখা শুরু করছে; এর মধ্যবে রমযান মাস শুরু হয়ে গছে সে করিমযানরে পর যবে পর্যন্ত রোযা রেখেছেলি এর পর থেকে শুরু করবে নাকি তাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে? ষাটজন মসিকীন খাওয়ানবের ক্ষত্রে সেকলকে কি একই সময়ে খাওয়াতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

এক:

যবে ব্যক্তরিমযান মাসে দিনরে বলায় স্ত্রী সহবাস করল সে গুনাহর কাজ করল; তার উপর কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা হছে- একজন ক্রীতদাস আযাদ করা; যদি ক্রীতদাস না পায়, তাহলে লিগাতরভাবে দুইমাস রোযা রাখা; যদি সটোও না পারবে, তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। যবে ব্যক্তরিোযা রাখতে সক্ষম তার জন্য মসিকীন খাওয়ানবে জায়বে নই।

সহবাসরে কারণে কাফফারা ফরয হওয়ার দললি হছে- সহহি বুখারী (১৯৩৬) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলনে: একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে উপবষ্টি ছলাম। হঠাৎ করে এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললনে: তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল: রোযা রেখে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললনে: তুমি কি লিগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললনে: তাহলে তুমি কি ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াতে পারবে?...[আল-হাদিসি]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যবে, দুইমাসরে রোযা লিগাতরভাবে রাখতে হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তুমি কি লিগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে?”

যবে ব্যক্তি এই রোযা রাখা শুরু করছে; এর মধ্যবে রমযান এসে গছে তখন সে রমযানরে রোযা রাখবে, ঈদরে দিন রোযা



রাখবে না। এরপর আবার দুই মাসের অবশিষ্ট রোযাগুলো রাখবে। নতুনভাবে শুরু করতে হবে না। কারণ রমযানের রোযা রাখার কারণে তার 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন:

যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকে যহির এর রোযা শুরু করেছে সে ঈদরে দিনি রোযা রাখবে না; এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জলিহজ্জ মাসের এক তারখি থেকে রোজা রাখা শুরু করেছে সে কোরবানীর ঈদরে দিনি ও তাশরকিরে দিনিগুলো রোযা রাখবে না। এর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে।

সারকথা হচ্ছে-

যহিরের রোযা রাখার মাঝখানে যদি এমন কোন সময় এসে পড়ে যে সময়ে কাফফারার রোযা রাখা সহহি নয় যমেন একব্যক্তি শাবানের এক তারখি থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে রমযান মাস ও ঈদুল ফতির পড়ল কিংবা জলিহজ্জের এক তারখি থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে কোরবানীর ঈদ ও তাশরকিরে দিনিগুলো পড়ল এতে করে ঐ ব্যক্তির 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না। সে এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে।[মুগনি থেকে সমাপ্ত (৮/২৯)]

দুই:

ষাটজন মসিকীনকে এক সময়ে খাওয়ানো ফরয নয়। বরং ভিনি ভিনি সময়ে গ্রুপে গ্রুপে সে ব্যক্তি খাওয়াতে পারনে। যাতে সংখ্যা ষাটজন পূর্ণ হয়।

আরও জানতে [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।